ইউনিট ৪ মাতৃভাষা বাংলা: ভাষাদক্ষতা

ভূমিকা

ভাষা মানুষের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বলতে গেলে ভাষাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে এসেছে তখন তারা অস্ফুট ধ্বনি ও আকার ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে ভাষার বিকাশ ঘটেছে। ভাষার সাহায্যে মানুষ জীবনের চাহিদা মেটাতে পেরেছে। আমরা জানি সুস্থ মানব শিশু জন্মের পর কাঁদে ও ক্রমে ক্রমে কিছু ধ্বনি উচ্চারণ করে। সেই ধ্বনি পরে শব্দ তথা ভাষায় রূপ লাভ করে। শিশু মায়ের কাছ থেকে প্রথমে ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করে, ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজন তার ভাষা দক্ষতায় সাহায্য করে। পরবর্তী কালে বিদ্যালয় শিশুর ভাষা দক্ষতা বিকাশের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ইউনিটে আমরা মাতৃভাষা বাংলার দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটটিকে আমরা চারটি পাঠে ভাগ করেছি। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৪.১: ভাষাদক্ষতার মৌখিক অনুশীলন

পাঠ- ৪.২: ভাষাদক্ষতার লৈখিক অনুশীলন

পাঠ- ৪.৩: শব্দার্থ শিক্ষা ও অভিধান পাঠ

পাঠ- ৪.৪: বানানের নিয়ম ও বানান শিক্ষা

পাঠ ৪.১ ভাষাদক্ষতার মৌখিক অনুশীলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য মৌখিক অনুশীলনের দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ভাষার মৌখিক অনুশীলন কিভাবে করাবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন কিভাবে করবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

কথোপকথন

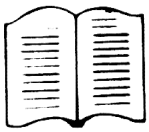

– ও ভাই কোথায় যাচ্ছেন?
– নারায়ণগঞ্জ।
– এই রিকসা, ভাড়ায় যাবে?
– যাবো। কোথায় যাবেন?

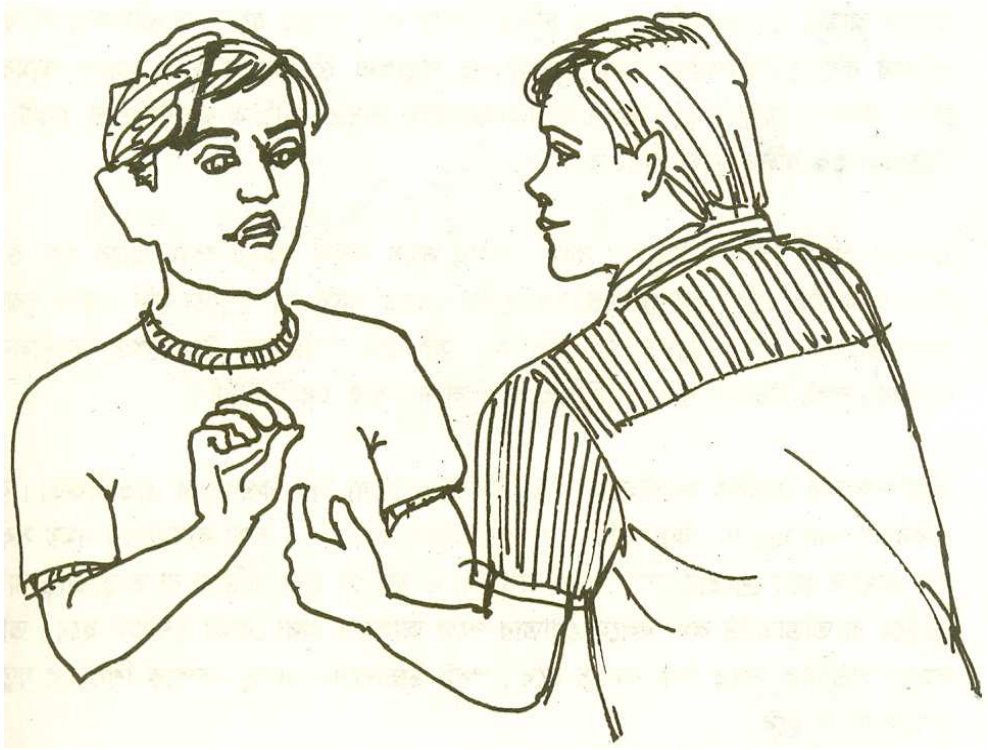

চিত্র ২: কথোপকথন এর দৃশ্য।

ভাষার চারটি দিক

এই রকম কথাবার্তা আমরা সারাক্ষণ বলি। কথোপকথন ভাষার মৌখিক অনুশীলনের একটা উদাহরণ। এই পাঠে আসুন আমরা ভাষার মৌখিক কাজগুলোর একটা তালিকা তৈরি করি। আমরা

তো জানি ভাষার প্রধানত চারটি দিক: শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। এই চারটি দিকের মধ্যে বলা বা মৌখিক দিক একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এর মধ্য থেকে মৌখিক কাজগুলোর একটা তালিকা করি। যেমন–

- কথাবার্তা বা কথোপকথন
- আদেশ- নির্দেশ
- ঘোষণা
- বিবরণ
- বক্তৃতা
- বিতর্ক
- ধারা বিবরণ
- গল্প বলা
- আবৃত্তি ও গান
- সরব পাঠ।

মৌখিক অনুশীলনের নীতি

শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ

এখন যদি প্রশ্ন করি ভাষার এই মৌখিক কাজ সার্থকভাবে করার জন্য আমাদের কোন কোন দক্ষতার প্রয়োজন? আপনি জবাব দেবেন শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ ও ব্যবহার। শব্দ বললেই উচ্চারণের দায়িত্ব এসে পড়ে। তাই আসুন আমরা এখন উচ্চারণ সম্পর্কে কিছু চিম্পা ভাবনা করি। প্রথম ইউনিটে আপনি ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন। উচ্চারণের সাথে আঞ্চলিকতা গভীর ভাবে জড়িত। আঞ্চলিকতা ভাষা দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। সেজন্য আপনার নিজের ও শ্রেণীর শিশুদের ভাষা যাতে আঞ্চলিকতা মুক্ত থাকে তার চেষ্টা করতে হবে।

শুদ্ধ চলিত ভাষা

তাহলে আমরা বলতে পারি যে শুদ্ধ চলিত ভাষায় কথা বলতে হবে। আঞ্চলিক ভাষা বাড়িতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ও অন্যান্য সমস্ত কাজে আমরা শুদ্ধ চলিত ভাষা ব্যবহার করব। এখন আমরা জানলাম ভাষার মৌখিক অনুশীলনের একটা প্রধান নীতি হল শুদ্ধ চলিত ভাষা ব্যবহার।

স্পষ্ট স্বর

এরপরে আসে স্পষ্ট উচ্চারণের কথা। বলার সময় সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। অস্পষ্ট উচ্চারণ শ্রোতা বুঝতে পারে না। শ্রোতা যদি বক্তব্য বুঝতে না পারে তাহলে বলার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। সেই জন্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণের অনুশীলন করা দরকার। স্পষ্ট উচ্চারণ ভাষার মৌখিক অনুশীলনের আর একটি নীতি।

কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা

ভাষা দক্ষতার মৌখিক অনুশীলনের পরবর্তী উলে- খযোগ্য দিক কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা। কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু মার্জিত বা পরিশীলিত করা যায়। ভাষা ব্যবহারের সময় সব সময় লক্ষ রাখতে হবে শ্রোতার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য জড়িয়ে বা তাড়াতাড়ি না বলা। জড়িয়ে বা তাড়াতাড়ি কথা বললে শ্রোতার পক্ষে আপনার কথা বোঝা মুশকিল হবে। তাই সব সময়ে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে হবে। স্পষ্ট উচ্চারণের গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুদের যত্ন করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিষয়ানুগতা

ভাষা দক্ষতার অন্যান্য দিকের মধ্যে বিষয়ানুগতাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক সময় দেখা যায় কোন বক্তা নির্ধারিত বিষয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যান অথবা বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেন না। প্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করেন। এরকম করা উচিত নয়। ভাষা দক্ষতার এই বিশেষ দিকের কথা মনে রেখে বিষয় অনুযায়ী যতটুকু বলা প্রয়োজন তাই আমরা বলব। শ্রোতার ধৈর্যের উপর যেন আমরা অত্যাচার না করি।

শালীনতা বজায় রাখা

ভাষার আলোচনায় শালীনতার কথা উল্লেখ করা দরকার। বিবরণ, বর্ণনা, আলোচনা বিতর্ক যাই হোক বলার সময় যেন শালীনতা বজায় থাকে। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য সামাজিকতা। শালীনতা সামাজিকতার অঙ্গ। তাই কথাবার্তা বলার সময় শালীনতার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

একজনে যখন বলবে অন্যরা শুনবে

অনেক সময় দেখা যায় একজন যখন বলে অন্যরা মন দিয়ে শোনে না, কথা বলে বা অন্য কাজ করে। ভাষার অনুশীলনের পাঠ থেকে আমরা জেনে নিই যে একজন যখন কথা বলবে অন্যরা মন দিয়ে শুনবে। কারো কোনও প্রশ্ন থাকলে সে নীরবে হাত তুলবে। পরে তার প্রশ্ন শোনা হবে।

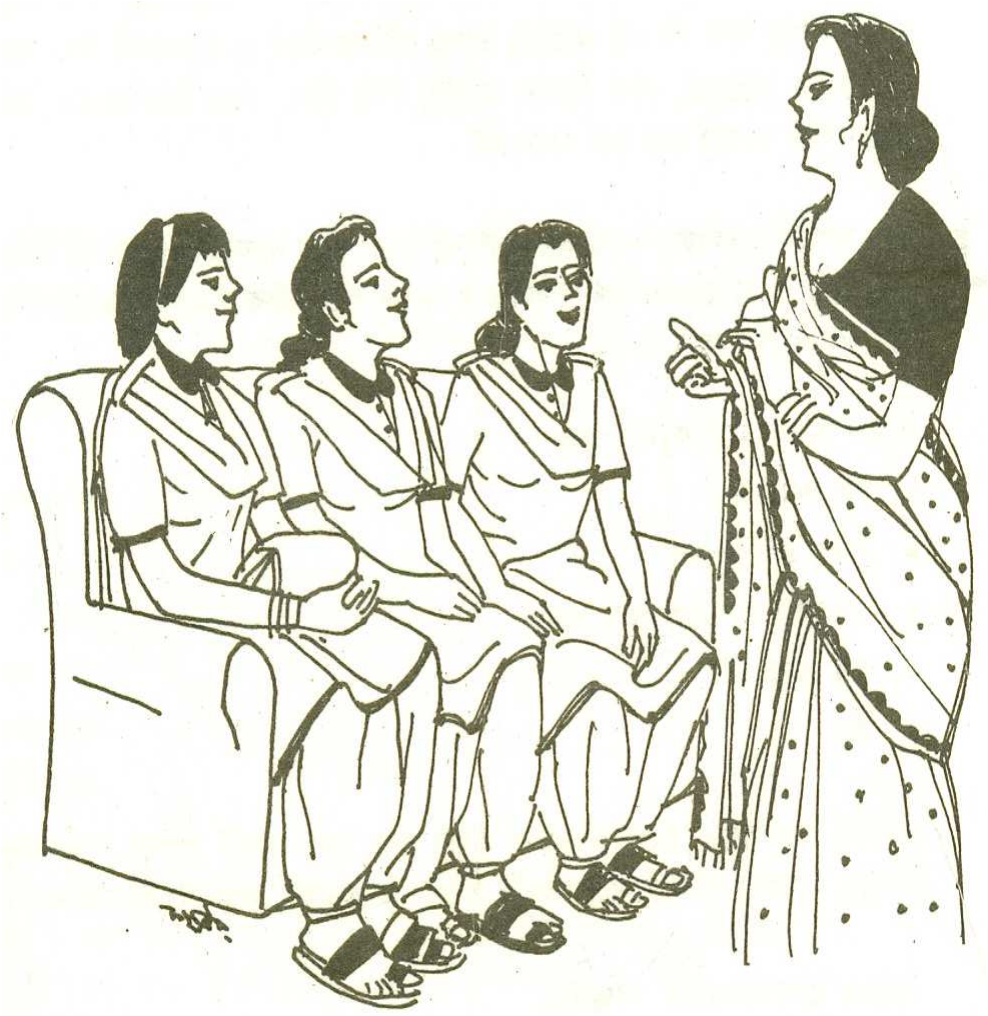

চিত্র ৩: একজন কথা বলছে অন্যরা শুনছে।

বাচন ভঙ্গি ও শ্রুতি মাধুর্য

এই আলোচনার প্রসঙ্গে বাচনভঙ্গি ও শ্রুতি মাধুর্যের কথাও বলা প্রয়োজন। সব সময় সুন্দরভাবে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে । সে জন্য সুন্দর বাচনভঙ্গি দরকার। অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভাষা দক্ষতার স্বর্ণ শিখরে ওঠা সম্ভব। বক্তব্য সুন্দর করার জন্য প্রতিশব্দ, উদ্ধৃতি, কৌতুক ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে একঘেয়ে কথা বা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। কেউ আঘাত পায় বা বিরক্ত হয় এমন কথা কখনও বলবেন না। এভাবে বলার বিষয়গুলো অনুশীলন করলে ভাষার মৌখিক কাজে আপনার সার্থকতা অনিবার্য।

মৌখিক অনুশীলনের পদ্ধতি

এখন আমরা ভাষার মৌখিক অনুশীলনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। ভাষার মৌখিক কাজের একটা তালিকা আমরা করেছি। সেই তালিকা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসুন, এখন আমরা চিন্পা ভাবনা করি।

সরব পাঠ

বলতে গেলে সরব পাঠ ভাষা শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা তো জানি পঠন শক্তির উপর ভিত্তি করেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে ও সারা দুনিয়ার উন্নয়নের মূল মন্ত্রই পঠন ক্ষমতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের পঠন শেখানো হয়। পরবর্তী স্তরে তারা পঠন শক্তি প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে ও জ্ঞান অর্জন করে। আমরা যদি গভীর ভাবে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাবো পঠন দক্ষতার আওতায় ভাষার মৌখিক অনুশীলনের সবকটি বিষয় এসে যায়। বলা, শোনা, প্রশ্নোত্তর, বর্ণনা, বিবরণ, আবৃত্তি, সবই পঠনকে ঘিরে বিকশিত হয়। তাই আসুন আমরা পঠন সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিই।

পঠনের সংজ্ঞা

পঠন সম্পর্কে আলোচনা করার আগে পঠনের সংজ্ঞা জানা দরকার । ছাপান বা লিখিত কোন তথ্য, পাঠ বা পাঠ্যাংশের শব্দ স্বাধীনভাবে সনাক্ত করে সঠিক উচ্চারণে স্বাভাবিক স্বরে অর্থ বুঝে বলাকে পঠন বলে।

তাহলে পঠনের মধ্যে আমরা পাচ্ছি–

- শব্দ সনাক্ত করা।
- সঠিক উচ্চারণ করা।
- স্বাভাবিক স্বর তরঙ্গ বজায় রাখা।
- অর্থ বোঝা।
- বলা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে প্রতিটি শিশুকে সার্থকভাবে পঠন শেখানো। সেজন্য পঠন শেখাবার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাগুলো জানা দরকার।

পঠন শেখাবার পদ্ধতি

পূর্ব-প্রস্তুতি

পঠন একটি বেশ জটিল শারীরিক ও মানসিক কাজ। এর জন্য শিশুর পূর্ব প্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে ছড়া বলা, ছবি দেখানো, গল্প বলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি শিশু মনোতোষ কাজ অবশ্য প্রয়োজন। শব্দের খেলাও শিশুরা পছন্দ করে। এর মাধ্যমে শব্দের আদ্যক্ষরের ধ্বনি তারা সনাক্ত করতে শেখে যা পড়ার জন্য খুব প্রয়োজন। বর্ণনা, আবৃত্তি অভিনয়, গান সবই শিশুর মনোরঞ্জন করে ও পঠনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে। এই সব আনন্দদায়ক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর শব্দ ভান্ডার বাড়ে ও তার বলার ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে।

শব্দ সনাক্ত করার শক্তি গঠন

- পাঠ অনুশীলনের জন্য প্রথমে পাঠের শব্দগুলো শিশু যাতে সনাক্ত ও উচ্চারণ করে পড়তে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য ছবি ও শব্দ কার্ড ব্যবহার করতে হবে। পড়ার শব্দ কটি

বার বার তাকে দেখাতে হবে। তাহলে সে দেখা মাত্র শব্দগুলো চিনতে পারবে ও বলতে পারবে।

পড়া ছাপানো কথা

- শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে পড়া ছাপানো কথা। সে যাতে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলার মত পড়ে সেই অনুশীলন তাকে করাতে হবে।
- এরপর পাঠের অর্থ বুঝবার ক্ষমতা তার মধ্যে জাগাতে হবে। তার জন্য ছবি দেখানো প্রশ্নোত্তর ও তার অভিজ্ঞতার সাথে পাঠ্য বিষয়ের সংযোগ সাধন করতে হবে।
- শিশুদের পঠনের ত্রুটি খুঁজে বের করতে হবে ও তা দূর করতে হবে।
- সহজ সহজ ছড়া গল্প পড়তে উৎসাহ দিতে হবে।
- প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সাহায্য দিতে হবে ও বারবার পড়াতে হবে।
- কবিতার পাঠ ও আবৃত্তির অনুশীলন করাতে হবে।
- পঠনে শিশুদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে হবে।

কথোপকথন

পঠন শিক্ষাদানের মাধ্যমে অত্যস্প স্বাভাবিকভাবে ভাষার মৌখিক কাজের অনুশীলন করানো যায়। যেমন- কথোপকথন। পাঠ্য বইয়ের নাট্যাংশ থেকে দুতিন জন শিশুকে দিয়ে অংশটি সুন্দরভাবে পাঠ করানো যেতে পারে। এতে কথোপকথনের অনুশীলন হবে। পাঠ্য বইয়ের গল্প নাট্যরূপ দেওয়া যায় ও তা পাঠ করানো যায়।

কথোপকথনের নিয়ম

- সুন্দর করে কথা বলা।
- সবাইকে একে একে বলার সুযোগ দেওয়া।
- একজনে সব না বলা ।
- বিনয়ের সাথে বলা।
- ভাল শ্রোতা হওয়া।

আবৃত্তি

পাঠ্যবই থেকে বা সংগ্রহ করে কবিতা আবৃত্তি করাতে হবে। আবৃত্তি পাঠের পরিশীলিত রূপ। পাঠের সময় শুদ্ধ ও স্বাভাবিক উচ্চারণ যেমন অপরিহার্য আবৃত্তিতেও তাই। আবৃত্তির সময় সাবলীলতার উপর বেশি জোর দিতে হবে। কবিতার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবিতার ভাব বা অনুভূতি শ্রোতার মনে পৌঁছে দিতে হবে। শিক্ষক চেষ্টা করবেন সুন্দর উচ্চারণে শিশুদের আবৃত্তি শোনাতে। শ্রেণিতে কোনো শিশুর আবৃত্তি সুন্দর হতে পারে। শ্রেণিতে তাকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকের আবৃত্তি সুন্দর হলে শ্রেণিতে আবৃত্তি শেখাবার জন্য তাঁর সাহায্য নেবেন।

গল্প

ভাষার মৌখিক কাজের মধ্যে গল্প একটা বড় স্থান দখল করে আছে। গল্প অনেকে বলতে চায়, আর শুনতে চায় সবাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের তো গল্প শোনা চাই-ই। সুন্দরভাবে গল্প বলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে। যে গল্প সবাই জানে সে গল্প সব সময় ভাল নাও লাগতে পারে। নতুন নতুন গল্প তাদের জন্য যোগান দিতে হবে। তা তাদের শোনাতে

হবে, এবং তারা যাতে বলতে উৎসাহী হয় তার চেষ্টা করতে হবে। শোনা গল্প শিশুরা আবার সুন্দর ভাবে সাজিয়ে বলতে পারে। গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গি শিশুদের শেখাতে হবে। তবে কোন শিশুর নিজস্ব ভঙ্গি থাকতে পারে সেটা সবার ভাল লাগলে তা গ্রহণ করা যাবে।

গল্পের নিয়ম

গল্পের নিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

- গল্পের শুরু বেশ মজার হবে।
- গল্প বুঝতে কারো যেন অসুবিধা না হয়।
- গল্পটা পর পর বলে যেতে হবে।
- বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে সবাই যেন শুনতে পায়।
- শেষটা যেন বেশ মজার হয়।

চিত্র ৪: নাতী-নাতনীরা নানুর কাছে গল্প শুনছে।

শিক্ষকের সব সময় লক্ষ রাখতে হবে শ্রেণির শিশুরা যাতে সার্থক ভাবে সরব পাঠ করতে পারে। সরব পাঠের দক্ষতা নীরব পাঠ তথা পাঠ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে শিশুকে দক্ষ করে তুলবেন। মূল্যায়নে শিশুদের পঠনের যে সব ত্রুটি ধরা পড়বে তা যত্নের সাথে আবারও অনুশীলন করিয়ে দূর করবেন।

সরব পাঠের মূল্যায়ন

সরব পাঠের মূল্যায়নের সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে–

- খুব জোরে বা আস্তে না পড়া।
- পড়ার সময় বানান না করা।
- পড়ার সময় শব্দ বাক্য বাদ না দেওয়া।
- পড়ার শব্দ ওলট পালট না করা।
- পড়তে পড়তে থেমে না যাওয়া বা অ্যাঁ অ্যাঁ শব্দ না করা।
- শুদ্ধ স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক উচ্চারণ ব্যাহত না হওয়া।

ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন

মূল্যায়নের সাথে উদ্দেশ্যের সম্পর্ক খুব নিবিড়। ভাষা দক্ষতার মূল্যায়নও তাই উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আমরা আগেই জেনেছি যে সরব পাঠের সাথে ভাষার মৌখিক অনুশীলনের প্রায় সবকটি বিষয় সুন্দরভাবে করানো যায়। এই দক্ষতাগুলোর মূল্যায়ন কি ভাবে করা যাবে তা এখন ভেবে দেখা যাক:

আমরা জেনেছি যে শুদ্ধ উচ্চারণ ভাষা দক্ষতার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিক। মূল্যায়নের সময় তাই সব শিশু যাতে কথাবার্তা ও পঠনের প্রতিটি শব্দ শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করে তা যাচাই করে দেখতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে শিশুরা কোন শব্দ বেশি ভুল করছে। ভুল শব্দগুলো বার বার বিভিন্ন ভাবে তাদের কাছে দিতে হবে এবং উচ্চারণ শুদ্ধ না হওয়া অবধি বার বার অনুশীলন করাতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি বলে উচ্চারণের পরীক্ষা নেওয়া কঠিন। সে জন্য একজন একজন করে পরীক্ষা করতে হবে। শিশুর উচ্চারণ শুদ্ধ, স্পষ্ট, আঞ্চলিকতা বর্জিত স্বাভাবিক হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে।

যে দক্ষতাগুলো অনুশীলন করাবেন শিশুরা তা অর্জন করতে পেরেছে কিনা তার জন্য সেই দক্ষতার বিশেষ দিক বা নিয়মগুলো শিক্ষার্থীর কাছে একে একে জানতে চাইবেন। নিয়মগুলো এলোমেলো করে দিয়ে তাদের সঠিকভাবে সাজাতে বলবেন। একজন যখন বলবে শ্রেণির অন্য সবাই তার দক্ষতার প্রয়োগ লক্ষ করবে ও নোট করবে। তার বলা হলে সেগুলো তাকে দিয়ে বলাবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে মৌখিক অনুশীলনের দক্ষতা বিচার করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. ভাষার মৌখিক অনুশীলন কোনটি?
ক. বিতর্ক ও বর্ণনা
খ. নাটকের দৃশ্য
গ. নীরব পাঠ
ঘ. বিষয়ের ধারণা।

২. ভাষার মৌখিক অনুশীলনের প্রধান নীতি কোনটি?
ক. আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার
খ. খুব তাড়াতাড়ি বলা
গ. শুদ্ধ চলিত ভাষা ব্যবহার
ঘ. শব্দ ও বাক্য গঠন।

৩. ভাষার মৌখিক অনুশীলনের অঙ্গ নয়–
ক. স্পষ্ট স্বরে কথা বলা
খ. গুছিয়ে সুন্দর করে বলা
গ. কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা বর্জন করা
ঘ. শালীনতা বজায় রাখা।

৪. সরব পাঠের আওতায় পড়ে-
ক. স্পষ্ট করে উচ্চারণ
খ. স্বর তরঙ্গ স্বাভাবিক রাখা
গ. স্বাধীনভাবে শব্দ সনাক্ত করা
ঘ. উপরের সব কটি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভাষার মৌখিক কাজগুলোর একটা তালিকা তৈরি করে তা থেকে যে কোনও একটির অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. পঠনের সংজ্ঞা উল্লেখ করে সরব পাঠের মূল্যায়ন কিভাবে করবেন তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.২

ভাষাদক্ষতার লৈখিক অনুশীলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- ভাষা দক্ষতার জন্য লেখার অনুশীলনের যান্ত্রিক বা কৌশলগত দিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভাষা দক্ষতার জন্য লেখার অনুশীলনের আঙ্গিক বা বিন্যাসের দিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- লেখার গুণাগুণ বিচার করার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

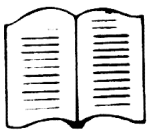

লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। লেখা প্রকাশের মাধ্যম। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিশুদের এই দক্ষতার সূত্রপাত ঘটে। এতকাল আমরা গতানুগতিকভাবে লেখা শিখিয়ে এসেছি। ফলে দেখা গেছে প্রয়োজনীয় সব দক্ষতা শিশু রপ্ত করতে পারেনি। এবং তার জন্য তার পদে পদে অসুবিধা হয়। আমরা জানি জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লেখার দক্ষতা প্রয়োজন। সে জন্য ভাষা দক্ষতার লৈখিক অনুশীলন এর কৌশলগত দিক শিশুকে শেখাতে হবে। আপনারা হয়ত বলবেন বর্ণমালা লিখতে শিখলেই তো সব কৌশল শেখা হয়ে যায়। বর্ণমালা, স্বর চিহ্নাদি ফলা, যুক্তবর্ণ, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ ও পংক্তি লেখার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। এর সাথে রয়েছে বানান, ব্যাকরণ, সাধু-চলিত, বিরাম চিহ্ন, উপমা-অলঙ্কার ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা লেখার যান্ত্রিক বা কলাকৌশলের দিক বলতে পারি।

লেখার যান্ত্রিক দিক

বর্ণ, শব্দ, বাক্য

অর্থপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এগুলো শিশুদের শেখাতে হবে। আগের দিনে বর্ণ, বানান বা স্বর চিহ্নাদি ফলা ও যুক্তবর্ণ শিখিয়ে লেখার পাঠ শেষ করা হত। শব্দ বাক্য ও ভাষার প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাদের শেখানো হত না। এভাবে না শিখিয়ে পাঠ্য বইতে যে যে বর্ণ শব্দ ও বাক্যের সাথে তার পরিচয় হচ্ছে সেগুলো সুন্দরভাবে সময় ব্যয় করে তাদের শিখিয়ে যেতে হবে। শিশুদের প্রত্যেককে তাদের নাম লেখা শেখাতে হবে। সাথে সাথে অর্থপূর্ণ বাক্য, অভিজ্ঞতার কথা, গল্প, মুখে মুখে তৈরি ছড়া বা গান ইত্যাদি লেখার মধ্য দিয়ে লেখার যান্ত্রিক দিকের সাথে শিশুদের পরিচয় গভীর হবে।

শ্রুতলিপি

ভাষার লৈখিক অনুশীলনের মধ্যে শ্রুতলিপি একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। শ্রুতলিপির সাথে দ্রুততার সম্পর্ক রয়েছে। তাড়াতাড়ি লিখতে পারা খুবই দরকার। আমাদের স্কুলগুলোতে শ্রুতলিপি শুধু বানান ভুল ধরার জন্যই ব্যবহার করা হয়। এতে শিশুরা খুব বেশি উপকৃত হয় না। শ্রুতলিপি যাতে শিক্ষামূলক হয় তার জন্য নিচের নিয়ম কটি অনুসরণযোগ্য–

- পাঠ্য অথবা সমমানের আনন্দদায়ক বই থেকে শ্রুতলিপি লিখতে দেওয়া।
- শ্রুতলিপির অজানা শব্দের বানান ও অর্থ আগেই শিখিয়ে দেওয়া।
- শ্রুতলিপির অংশটুকু শিক্ষক সুন্দর করে ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রথমে একবার পড়বেন, শিশুরা তা মন দিয়ে শুনবে ও বিষয়টা বুঝবার চেষ্টা করবে।
- একইভাবে শিক্ষক দ্বিতীয় বার পড়বেন, শিশুরা তা শুনে লিখবে।
- পরের বার শিক্ষক পড়বেন, শিশুরা তাদের লেখা মিলিয়ে নেবে।

- সবার লেখা শেষ হলে ভুল শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ শিক্ষক বোর্ডে অথবা চার্টে লিখে দেবেন। শব্দগুলো শিশুরা বানান শিক্ষার সোপান অনুসরণ করে শিখবে।

ভাষা দক্ষতার জন্য লৈখিক অনুশীলনের আঙ্গিক বা বিন্যাসের দিক

ভাষা দক্ষতার লৈখিক দিকের সার্থকতা বিষয়বস্তুর বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে আলোচনা করার শুরুতে ভাষার লিখিত কাজ বা বিষয়বস্তুর একটা তালিকা তৈরি করে নিই। তালিকা এরকম হতে পারে–

- প্রশ্নের উত্তর
- চিঠি
- গল্প
- রচনা
- ছড়া ও কবিতা
- আবেদন
- বিবরণ ও বর্ণনা
- বিজ্ঞপ্তি

ভাষাভিত্তিক এই কাজগুলো সার্থকভাবে শেখাতে পারলে মাতৃভাষায় শিশুদের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে কাজের অনুশীলন করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের আঙ্গিক বা বিন্যাসের নিয়ম বুলেটিন বোর্ডে বা চার্টে বড় করে লিখে দিতে হবে। প্রয়োজনে শিশুরা তা নিজ নিজ খাতায় লিখে নেবে ও নিজেদের লেখার কাজে নিয়মগুলো ব্যবহার করবে।

এবার উপরের তালিকা থেকে কয়েকটি কাজের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ধরা যাক চিঠি।

চিঠি

চিঠিতে পাঁচটি অংশ থাকে। প্রথম তিনটি শ্রেণিতে তিন অংশের চিঠির অনুশীলন করানো যেতে পারে। এই অংশে চিঠির বাম দিকে সম্বোধন, তারপর কমা চিহ্ন দিয়ে একটু নিচে চিঠির বক্তব্য ও শেষে চিঠির সমাপ্তি ও স্বাক্ষর।

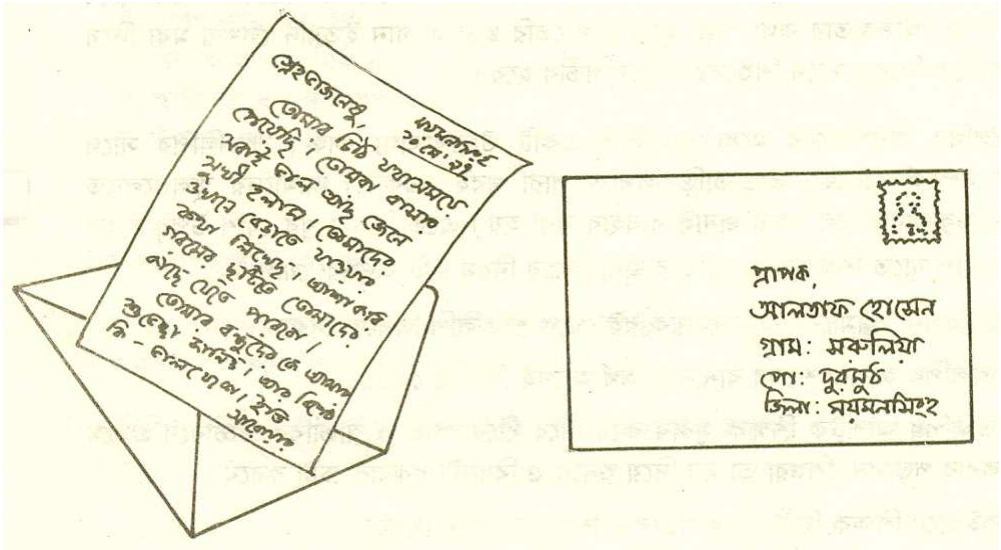

চিত্র ৫: চিঠির নমুনা।

৪র্থ শ্রেণি থেকে চিঠির ডানদিকে স্থান ও তারিখ, সম্বোধন, বক্তব্য, সমাপ্তি, স্বাক্ষর ছাড়াও ঠিকানা লেখার অনুশীলন করাতে হবে।

চিঠি লেখার অনুশীলন যাতে আনন্দদায়ক হয় তার জন্য শিশুদের নিকট আত্মীয়দের কাছে চিঠি লিখতে বললে এবং সে চিঠি তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে তারা উৎসাহ পাবে।

গল্প

এরপরে আমরা গল্প নিয়ে আলাপ করতে চাই। গল্পের কথা শুনলেই শিশুরা খুশি হয়। আপনি তাদের গল্পের নিয়মগুলো জানিয়ে দিয়ে একটা গল্প বলতে ও তা লিখতে উৎসাহ দেবেন।

গল্পের নিয়মঃ

গল্পের আঙ্গিক বা নিয়ম

১. গল্পের একটা নাম বা শিরোনাম থাকবে।

২. বিষয়বস্তু হবে বেশ মজার।

৩. চরিত্র থাকবে কয়েকটি।

৪. ঘটনা ঘটবে পরপর।

৫. কথোপকথনের ভঙ্গিতে গল্পের লোকজন কথা বলবে।

৬. পরিণতি বা সমাপ্তি হবে বেশ মজার বা আনন্দের।

যে গল্প শিশুরা লিখবে সেটা আগে তারা বলবে। তার পরে নিয়ম অনুসারে লিখবে। একজনের লেখা সবাই মন দিয়ে শুনবে, কোনও প্রশ্ন থাকলে লেখক তার জবাব দেবে। গল্পের নাম ঠিক করতে না পারলে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করা যাবে। এভাবে গল্প লেখবার অনুশীলন করা যাবে। ভাষা দক্ষতার মৌখিক অনুশীলন প্রসঙ্গে গল্প সম্পর্কে নিয়মগুলো শিশুরা শিখবে। প্রয়োজনে গল্পের দুএকটা লাইন তাদের বলে দিতে হবে।

ছড়া

ছড়া শিশুদের অত্যস্প প্রিয়। ছড়া লেখবার জন্য তাদের প্রস্তুত করতে হবে। প্রস্তুতি পর্বে নানা রকম ছড়া তাদের শোনাতে হবে ও বলতে উৎসাহ দিতে হবে। বলতে বলতে তারা ছড়া লিখতে উৎসাহিত হবে। সবার ছড়া যে প্রথমে সুন্দর বা মিল যুক্ত হবে তা নয়। তবুও তাদের উৎসাহ দিতে হবে ও ছড়ার নিয়ম তাদের শেখাতে হবে।

ছড়ার নিয়মঃ

ছড়ার নিয়ম

১. প্রথম লাইনের শেষের শব্দের সাথে দ্বিতীয় লাইনের শেষ শব্দের মিল থাকতে হবে।

২. দ্বিতীয় লাইনের ধারণা বা কথা পরের লাইনে যেতে পারে।

৩. কোথাও যাতে ছন্দ মিলতে অসুবিধা বা ছন্দ পতন না হয়।

৪. ছড়ার মধ্যে যুক্তির বিশেষ দরকার নেই।

ছড়ার উদাহরণ

১. বক

এক ছিল বক,
সে খেতো টক।
টক খেতে সে উঠল গাছে,
কুমির এসে দাঁড়ালো পাছে।
গাছ নড়ে উঠল যেই,
উড়াল দিল বকটি সেই।

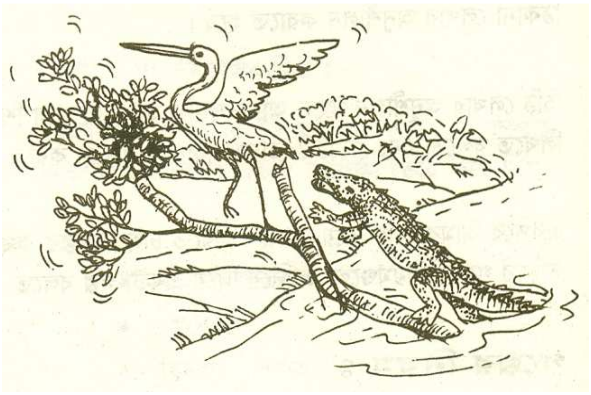

চিত্র ৬: বকের ছড়া।

২. কাক

এক ছিল কাক
তার ছিল এক ঢাক
ঢাকে দিল বাড়ি
ভেঙ্গে গেল হাড়ি
হাড়ি ভরা ছিল মিষ্টি
খাবার পরে এলো বৃষ্টি।

চিত্র ৭: কাকের ছড়া।

৩. আকাশ মাটি গাছপালা

আকাশ মাটি গাছপালা,
পশু পাখি নদী নালা,
সব নিয়ে আমার দেশ,
সব মিলে এই পরিবেশ,
সব মানুষ আমার ভাই,
দুনিয়াবাসী জানে তাই।

চিত্র ৮: আকাশ, মাটি, গাছপালা।

লেখার গুণাগুণ বিচার

লেখার গুণাগুণ বিচার করতে দুটি লক্ষ্য ঠিক রাখা দরকার। প্রথমে হাতের লেখা বা অক্ষরের গঠন ইত্যাদির গুণাগুণ বিচার। এ সম্পর্কে ট্রুম্যান প্রবর্তিত তালিকা গ্রহণযোগ্য। ট্রুম্যান হাতের লেখার যে গুণাগুণের কথা বলেছেন তা নিম্নরূপ:

- ভারিত্ব
- ঝোঁক
- আকার
- সমসূত্র বিন্যাস
- বর্ণের মধ্যে ফাঁক
- শব্দের মধ্যে ফাঁক
- লাইনের মধ্যে ফাঁক
- বর্ণের গঠন
- পরিচ্ছন্নতা
- সৌন্দর্য

শিশুদের হাতের লেখা বিচার করার সময় উপরের বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

লেখার গুণাগুণ বিচারের পরবর্তী দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হল:

- শব্দের সঠিক প্রয়োগ।
- বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার।
- বাক্যের গঠন এবং তার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য।
- সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ না করা।
- আঞ্চলিকতা পরিহার করা।
- ব্যাকরণের সঠিক ব্যবহার।
- বানান শুদ্ধ হওয়া।
- অনুচ্ছেদের ধারণা থাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. ভাষা দক্ষতার লৈখিক অনুশীলনের কৌশলগত দিক হল–
ক. বর্ণমালা বানান ও প্রশ্নের উত্তর
খ. বিরাম চিহ্ন ও বর্ণনা
গ. বাক্য, অনুচ্ছেদ ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার
ঘ. শ্রুতলিপি, ছড়া ও কবিতা।

২. লেখার যান্ত্রিক দিকের সাথে শিশুদের পরিচয় গভীর হয়–
ক. মৌখিক অনুশীলনের মাধ্যমে
খ. অর্থপূর্ণ বাক্যের বিশে- ষণের মাধ্যমে
গ. ছড়া, গল্প, গান, কবিতা, বর্ণনা, বিবরণ লেখার মাধ্যমে
ঘ. লেখার নিয়ম মুখস্থ করে।

৩. শ্রুতলিপির জন্য অপরিহার্য-
ক. অজানা পাঠ্যাংশ
খ. পাঠ্যাংশ মুখস্থ করা
গ. অজানা শব্দের বানান ও অর্থ শেখানো
ঘ. বানান শুদ্ধ করা।

৪. ভাষা দক্ষতার লৈখিক কাজের তালিকার অস্পর্ভুক্ত নয়–
ক. বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি
খ. বিবরণ ও বর্ণনা
গ. রচনা ও অনুরচন
ঘ. ঘোষণা ও প্রশ্নোত্তর।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভাষা দক্ষতার লৈখিক অনুশীলনের জন্য কৌশল গত দিকগুলো বর্ণনা করুন।

২. ভাষাভিত্তিক লিখিত কাজের একটা তালিকা তৈরি করে তার একটি কিভাবে শেখাবেন তা লিখুন।

পাঠ ৪.৩ শব্দার্থ শিক্ষা ও অভিধান পাঠ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- শব্দার্থ শিক্ষার গুরুত্ব ও শব্দার্থ বুঝবার অস্পরায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শব্দার্থ বুঝবার অস্পরায় কিভাবে দূর করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিশুদের শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধির জন্য করণীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

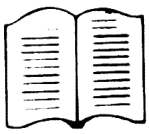

শব্দার্থের গুরুত্ব

শব্দার্থ শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। ভাষার প্রাণই শব্দার্থ। শব্দমালা নিয়ে গঠিত হয় ভাষা। আমরা যখন বলি কোন ভাষা জানি, তখন বুঝতে হবে যে সে ভাষার অর্থ আমরা বুঝি ও অন্যকে তা বোঝাতে পারি। শুধু বলা নয় পড়া ও লেখার জন্য শব্দার্থ জানা দরকার। পঠনের সংজ্ঞায় আমরা জেনেছি যে লিখিত বা মুদ্রিত সংকেত বা শব্দ সনাক্ত ও উচ্চারণ করাই পঠন নয়, শব্দ বা সংকেতের অর্থ অনুধাবনই পঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থ না জেনে পড়াকে পড়া বলা যায় না। তাই শব্দার্থ শিক্ষা অত্যস্প জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বাংলা পাঠ্য ও সমমানের বই ও পত্র-পত্রিকার অর্থ যাতে সঠিকভাবে বুঝতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের যত্নবান অবশ্যই হতে হবে। অর্থ না বুঝলে শিশুদের পড়াই ব্যর্থ হবে। তার কারণ:

শব্দার্থ না জানলে পাঠক–

- পাঠের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।
- পাঠের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না।
- পাঠ্য থেকে কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে না।
- পাঠে আনন্দ পায় না।
- পাঠের মধ্যকার ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না।
- পঠনে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

শব্দার্থ বুঝবার অস্পরায়

এখন আপনার কাছে আমি কয়েকটি শব্দের অর্থ জানতে চাচ্ছি। বলুন তো পালামৌ, গড্ডালিকা, গিলগামেস, তমসুক, আলপাকা ও পোপোকাটিপেটেল এই শব্দ কটির অর্থ কি? আপনারা হয়ত পারবেন। তবুও আমি বলে দিচ্ছি–

অজানা শব্দ

পালামৌ একটা জায়গার নাম। এই নামে সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী আছে।

গড্ডালিকা শব্দের অর্থ ভেড়ার পাল।

গিলগামেস একখানা হিব্রু বইয়ের নাম।

তমসুক মানে দলিল বা চুক্তি।

আলপাকা দক্ষিণ আমেরিকার একটি জন্তুর নাম যার লোম থেকে আলপাকা নামক কমদামী তন্তু পাওয়া যায়।

পোপোকাটিপেটেল দক্ষিণ আমেরিকার একটা পর্বত চূড়ার নাম।

এখানে আমরা কয়েকটি অজানা শব্দ নিয়ে আলোচনা করলাম। অজানা শব্দ ছাড়াও শব্দার্থ বুঝবার অনেকগুলো অস্পরায় বা অসুবিধা আছে। এখন সেগুলো জানবার চেষ্টা করে একটা তালিকা তৈরি করি।

- স্থান, ব্যক্তি, বস্তু, জন্তু ইত্যাদির নাম সহ অজানা শব্দ।
- অজানা বাক্য ও বাক্যাংশ।
- একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ।
- বিরাম চিহ্নের ব্যবহার।
- প্রবাদ, বাগধারা, উপমা ইত্যাদি।
- বিদেশী শব্দ।
- সন্ধি, সমাস নিস্পন্ন পদ বা শব্দ।
- ভুল উচ্চারিত শব্দ।

শব্দার্থ বুঝবার অস্পরায় দূর করার উপায়

শব্দার্থ বুঝবার অসুবিধা কিসে কিসে হতে পারে তার একটা চিত্র আমরা পেলাম। এখন দেখি এগুলো কিভাবে দূর করা যায়:

প্রসঙ্গের ব্যবহার

১. প্রথমে আমরা উল্লেখ করতে পারি প্রসঙ্গের ব্যবহার। পাঠ্যাংশ বা কোন গল্পে বা প্রবন্ধে কোন শব্দ কি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তা জানলে শব্দার্থ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। ব্যাখ্যা লেখার সময় আমরা প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কথা বলি। শব্দার্থ বুঝবার জন্য প্রসঙ্গের ব্যবহার অত্যস্প গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে শিক্ষক তাদের কাছ থেকে সঠিক অর্থ বের করতে পারেন। উদাহরণ– নদীতে বেড়াতে গিয়ে আমরা একটা শুশুক দেখেছিলাম। এখানে শুশুক শব্দের অর্থ শিশুরা নাও জানতে পারে। অনেকে হয়ত শুশুকের আঞ্চলিক নাম ব্যবহার করে। তবুও নদীর প্রসঙ্গ ব্যবহার করে শুশুক যে একটা জলজন্তু সে ধারণা শিক্ষক শিশুদের দিতে পারবেন। প্রসঙ্গ ব্যবহারের কৌশল শিশুদের শিখিয়ে দিলে পাঠ্যাংশ থেকে প্রাসঙ্গিক কথা ও শব্দার্থ বুঝবার দক্ষতা তাদের জন্মাবে।

২. পাঠ্য বইয়ের ছবি বা অন্য ছবি। পাঠ্য বইতে দেওয়া ছবি বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করে। বইতে কি বলা হয়েছে খুব ছোট শিশুও ছবি দেখে তা বোঝে ও বলতে পারে। সঠিক ও স্পষ্টভাবে আঁকা ছবি বিষয়বস্তু বুঝতে খুবই সাহায্য করে। রঙিন ছবির অবদান এ ব্যাপারে আরও বেশি। আঁকতে পারলে শিক্ষক নিজের আঁকা ছবি দেখিয়ে পাঠদান করতে পারেন।

শিক্ষকের ছবির সংগ্রহ থাকতে পারে। মোটের উপর সার্থক ভাল ছবি ব্যবহার করলে শিশুরা পাঠ বুঝতে পারে ও পাঠে আগ্রহী হয়। কারণ ছবি তাদের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।

শিক্ষক অভিভাবকের সাহায্যে

৩. বইয়ের অর্থ বুঝবার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের সাহায্য অনেক বড় মূলধন। শিক্ষক ও অভিভাবক সম্ভব হলে শিশুর পাঠের অর্থ তাকে বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন। এতে তারা উপকৃত হয়। তবে শিক্ষক ও অভিভাবক সবসময় চেষ্টা করবেন শিশুরা যেন মর্ম গ্রহণের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়, আর যে শব্দার্থ তারা একবার শেখে তা যেন ভুলে না যায়। শিক্ষকের দায়িত্ব শেখাবার, ছাত্রের দায়িত্ব মনে রাখার। তাহলে পাঠে তাদের উন্নতি ও সাফল্য সুনিশ্চিত হবে।

পাঠ্যবইতে দেওয়া শব্দার্থ

৪. পাঠ্য বইতে দেওয়া শব্দার্থ আয়ত্ত করা: বর্তমানে পাঠ্য বইগুলোতে শব্দার্থ দেওয়া থাকে। শিশুরা কোন পাঠ অধ্যয়নের সময় সংশ্লিষ্ট শব্দার্থ পড়বে ও শিখবে। কোন অসুবিধা হলে শিক্ষক সাহায্য করবেন।

বিরাম চিহ্নের সাথে পরিচয়

৫. বিরাম চিহ্নের ব্যবহার: দাড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক ও বিস্ময় চিহ্ন সম্পর্কে পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষার্থী সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। সে জন্য প্রথম শ্রেণি থেকেই বিরাম চিহ্নগুলোর সাথে শিশুদের ধীরে ধীরে পরিচয় করাতে হবে এবং তারা যাতে এই চিহ্নগুলোর প্রয়োগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র অর্থ বোঝার জন্যই নয়, স্বাভাবিক ও সার্থকভাবে পাঠ করার জন্যও বিরাম চিহ্নগুলোর ব্যবহার জানা ও মানা খুব দরকারী।

প্রবাদ বাগধারা উপমা

৬. প্রবাদ, বাগধারা, উপমা সম্পর্কে ধারণা: আমরা জানি যে প্রবাদ, বাগধারা, উপমা ইত্যাদি ভাষাকে সুন্দর করে ও প্রকাশ ক্ষমতাকে উন্নত করে। বাংলা ভাষায় অজস্র প্রবাদ, বাগধারা, উপমা রয়েছে। বাংলা পড়াবার সময় শিক্ষক এই সুন্দর সম্পদ শিশুদের কাছে তুলে ধরবেন। ব্যাকরণে এগুলো মুখস্থ না করিয়ে পাঠ্য বই ও গল্পের বই থেকে শিশুরা খুঁজে বের করবে, সাজাবে ও বুঝবে। এতে তাদের উৎসাহ ও প্রয়োগ ক্ষমতা বাড়বে ও অর্থ বুঝবার অসুবিধা দূর হবে।

শব্দ, বাক্য অনুচ্ছেদ সম্পর্ক

৭. শব্দের সাথে বাক্যের ও বাক্যের সাথে অনুচ্ছেদের সম্পর্ক: প্রাথমিক শ্রেণিগুলোতে আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ না শেখালে বাক্য গঠন ও অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তাদের ধারণা দিয়েও অনুশীলন করাতে হবে। আনন্দদায়ক অনুশীলন সব সময় শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে। কয়েকটা বাক্যের শব্দ পৃথক করে দিয়ে তাদের বাক্য গঠন করতে দেওয়া যায়। কোন শব্দগুলি মিশে বাক্য হচ্ছে আর কোনগুলো বাক্য হচ্ছে না তা তারা সনাক্ত করবে ও সঠিকভাবে সাজাবে।

এই সাতটি উপায় বা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে পঠিত বিষয়ের ছবি শিশুদের কল্পনা করতে বলবেন। কেউ তা পারবে, কেউ হয়ত পারবে না। তবে ধৈর্যচ্যুত হলে চলবে না। পাঠ্য বস্তুর সম্পূর্ণ মর্মোপলব্ধি প্রথমে শিশুদের পক্ষে সহজ নাও হতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের সুষ্ঠু পরিচালনা ও স্নেহে সহায়তায় ধীরে ধীরে তারা শব্দার্থ বুঝে পাঠ্যবস্তুর মর্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি

শব্দ ভা ার

আমরা পূর্বেই বলেছি যে শব্দই ভাষার প্রধান অবলম্বন। শব্দমালা দিয়ে ভাষা তৈরি। ভাষা দক্ষতার অন্যতম প্রধান শর্ত শব্দ ভান্ডার। শব্দ ভান্ডার বলতে আমরা বুঝি যে শব্দ শিশু বলতে লিখতে এবং

পড়তে পারে, ও যে শব্দের অর্থ সে পরিপূর্ণ রূপে জানে। বলা, শোনা, লেখা ও পড়ায় স্বনির্ভর হবার জন্য বর্ধিত শব্দভান্ডার অবশ্যই প্রয়োজন। তাই আপনার সার্বক্ষণিক চেষ্টা থাকবে শিশুকে প্রয়োজনীয় শব্দ শেখানো। পড়ার বই ও বাইরের বই পত্র-পত্রিকা গল্প কৌতুক, বিজ্ঞাপন, পোস্টার ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধির প্রয়াস চালাতে হবে। এ বিষয়ে কয়েকটি সহায়ক উপায় জেনে নিন–

শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধির সহায়ক উপায়

১. প্রতিদিনের পাঠের নতুন শব্দ কার্ডে বা বোর্ডে পরিবেশন করে তা শিখতে ও বাক্যে প্রয়োগ করতে উৎসাহ দান করবেন।

২. পাঠ শেষে কঠিন ও নতুন শব্দের পুনরালোচনা করবেন।

৩. বিভিন্নরকম শব্দ কার্ডের ভিতর থেকে নির্দেশিত শব্দ খুঁজে বের করে তা দিয়ে বাক্য তৈরি করতে সাহায্য করবেন।

৪. শব্দের চেহারার সাথে পরিচয় করবেন।

৫. একই রকম দেখতে এমন শব্দের পার্থক্য করতে শেখাবেন।

৬. একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ শেখাবেন।

৭. ছবির সাথে শব্দ ও বাক্য মিল করবেন।

৮. বড় শব্দ ভেঙ্গে ছোট করবেন।

৯. শূন্যস্থান পূরণ, বাক্য রচনা, শুদ্ধ বানানের চর্চা করবেন।

১০. শব্দ গঠন, শব্দ সংগ্রহ, শব্দের ব্যাংক তৈরি করবেন।

১১. শ্রেণির অভিধান তৈরি করাবেন।

১২. সহপাঠ ও গল্প-কবিতা-ছড়া পড়াবেন।

১৩. ভ্রমণে নিয়ে যাবেন ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখাবেন।

১৪. প্রজেক্ট বা প্রকল্প তৈরি করতে দেবেন।

১৫. অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শব্দ শেখাবেন।

অভিধান পাঠ

শব্দের অর্থ বোঝা ও শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধির জন্য অভিধানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শব্দের শুদ্ধ বানানের জন্যও আমরা অভিধান দেখি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী অভিধান আমাদের নেই বললেই চলে। বাংলা একাডেমী থেকে একটা অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। শিশু একাডেমী থেকেও একটা ছবির অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এসব অভিধান শিশুদের ব্যবহারের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে থাকা দরকার। এছাড়া অভিধান কিভাবে পাঠ করা হয় বা অভিধান থেকে কিভাবে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ খুঁজে বের করা যায় তা শিক্ষার্থীদের শেখানো প্রয়োজন। এখন আমরা অভিধান পাঠের নিয়মাবলি সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি:

অভিধান পাঠের নিয়ম

১. অভিধান পাঠের প্রথমেই দরকার বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি ও তার ব্যবহার। অভিধানে বর্ণের প্রথম বর্ণ প্রথমে খুঁজে বের করে পরবর্তী বর্ণ খুঁজতে হবে, তাহলে শব্দটি পাওয়া যাবে।

২. গাইড বা প্রদর্শক শব্দ সম্পর্কে জানা। অভিধানের এক একটি পৃষ্ঠায় দুটি করে সারি থাকে। প্রথম সারি অর্থাৎ বাম দিকের উপরের কোনে ও ডান দিকের সারির উপরের কোনে যথাক্রমে দুটি শব্দ থাকে। এই শব্দগুলোকে গাইড বা প্রদর্শক শব্দ বলে। বাম দিকের সারির উপরের শব্দটিকে বামদিকের সারির প্রথমেই পাওয়া যাবে। ডান দিকের সারির উপরের শব্দটা সারির সর্বশেষে পাওয়া যাবে।

৩. একাধিক অর্থ থেকে সঠিক অর্থ বাছাই করা। একাজটি বেশ কঠিন, তবে শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত পঠন ক্ষমতার সাথে সাথে এই দক্ষতা শিশুরা অর্জন করে। তাছাড়া এ ব্যাপারে শিক্ষকের সহায়তা দরকার।

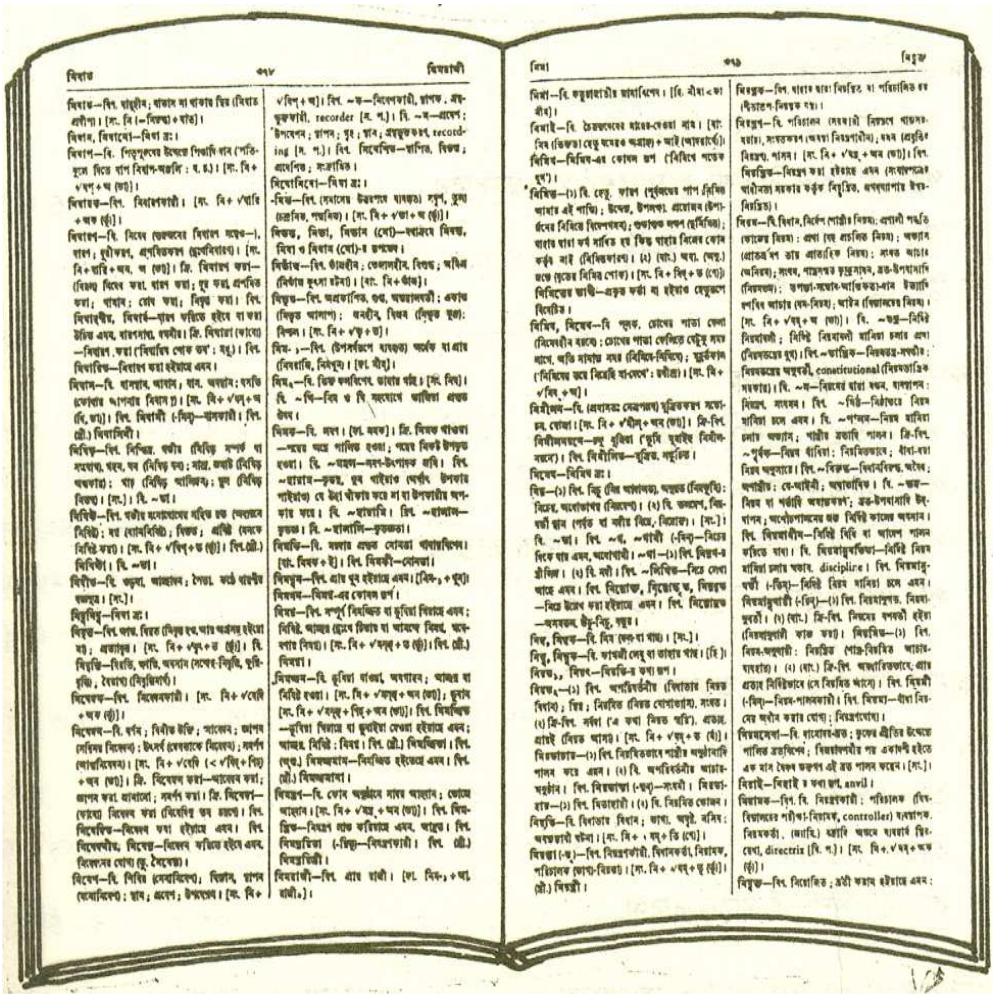

চিত্র ৯: অভিধান পাঠের নিয়ম।

৪. অভিধান থেকে উচ্চারণের সঠিক নির্দেশ গ্রহণ করা। এর জন্যও শিক্ষকের সহায়তা অনেক ক্ষেত্রে দরকার। বিদেশী ভাষার অভিধান পাঠের জন্য এই দক্ষতা বেশি প্রয়োজন।

৫. শব্দের প্রকৃতি উৎপত্তি ও ব্যাকরণ জানা।

৬. অভিধানের ছবি দেখে অর্থ গ্রহণ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ব্যবহারের জন্য শ্রেণিশিক্ষক প্রতিদিনের পাঠ থেকে শব্দ চয়ন করে শিশুদের দিয়ে বর্ণনানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজাতে উৎসাহিত করতে পারেন। পরে সেই শব্দ একত্রিত করে শ্রেণির ব্যবহারের জন্য অভিধান তৈরি করতে পারেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের প্রচলিত বাংলা অভিধান ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলে তারা তাদের প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজে বের করতে পরবে। শ্রেণিতে আপনি অভিধান দেখাবেন ও শিক্ষার্থীদের তা ব্যবহার করতে দেবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. শব্দার্থ শিক্ষার গুরুত্ব অসীম, কারণ–
ক. ভাষা শব্দমালা দিয়ে গঠিত
খ. পঠনের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠ্যাংশের মর্ম অনুধাবন
গ. অর্থ না জেনে পড়া না পড়ারই সামিল
ঘ. উপরের সব কটি।

২. শব্দার্থ না জানলে পাঠক–
ক. পঠনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে
খ. পঠনে দ্রুততা অর্জন করে
গ. পাঠের বিষয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভ করে
ঘ. পাঠ থেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

৩. কোনটি শব্দার্থ বুঝবার অস্পরায়–
ক. বিদেশী ভাষার দক্ষতা
খ. অজানা শব্দ ও বাক্য
গ. অভিধানের জ্ঞান
ঘ. ব্যাকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

৪. অভিধান পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা–
ক. বর্ণক্রম
খ. ব্যাকরণ জ্ঞান
গ. ছন্দের ধারণা
ঘ. আঞ্চলিক উচ্চারণ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শব্দার্থ বুঝবার অসুবিধা দূর করার উপায়গুলো উদাহরণ সহ বর্ণনা দিন।
২. শব্দ ভান্ডার বলতে কি বোঝায়? শব্দ ভান্ডার সম্পর্কে একটা আলোচনা লিখুন।
৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিধান পাঠের দক্ষতা কি করে বৃদ্ধি করা যায় বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪.৪ বানানের নিয়ম ও বানান শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- বাংলা বানানের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বানান শিক্ষা পদ্ধতির স্তরগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বানান শিক্ষায় শিশুদের আগ্রহী করে তোলার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিশুরা কেন বানান ভুল করে তা বলতে পারবেন।

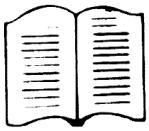

বানানের গুরুত্ব অপরিসীম। লেখার মাধ্যমে প্রকাশ ক্ষমতা বানানের উপর নির্ভর করে। পাঠের জন্যও বানান প্রয়োজন। শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই বানান জানা দরকার। আমাদের স্কুলে ও বাড়িতে বানান মুখস্থ করানো হয় ও পড়ার অংশ হিসাবে বানান জিজ্ঞাসা করা হয়। উপযুক্ত নিয়ম ও পদ্ধতিতে বানান শেখালে শিশুরা বানানে আগ্রহী হয় ও সার্থক ভাবে বানান করতে সমর্থ হয়। এই পাঠে আমরা প্রথমে বানানের নিয়মগুলো জানার চেষ্টা করি।

বানানের নিয়ম

পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবে:

বাংলা বানানের নিয়ম

১. রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন, কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।

২. সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন, অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ লেখা হবে। যেমন, অঙ্ক, আকাঙ্খা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে। যেমন, রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে ঙ হবে। যেমন, বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

৩. হস্‌চিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন, করব, চট, দু জন।

৪. যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন, পাখি, বাড়ি, হাতি।

৫. ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শব্দে ক্ষ অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন, অক্ষয়, ক্ষেত, পক্ষ।

৬. কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন, গাভী, রানী, হরিণী, কিঙ্করী, পিশাচী, মানবী।

৭. ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে। যেমন, ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি।

৮. বিশেষণ বাচক 'আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন, বর্ণালি, রূপালি, সোনালি।

৯. পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'-তে ই-কার হবে। যেমন, লোকটি।

১০. অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন-অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন, কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিম্ন অর্থে), নীচ (হীন অর্থে); কুল (বংশ অর্থে), কূল (তীর অর্থে)।

১১. বাংলায় প্রচলিত কৃতঋণ বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন, কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে:

(ক) ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত নিম্নলিখিত শব্দে, (যোয়াদ) ও (যাল)-এর জন্য য (ইংরেজি-ধ্বনির মতো) ব্যবহৃত হবে। যেমন, আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যাকাত, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত।

(খ) অনুরূপ শব্দে আরবি (সোয়াদ) ও (সিন)-এর জন্য স এবং (শিন)-এর জন্য শ হবে। যেমন, সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা।

(গ) ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত ং ধ্বনির জন্য স, sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ এবং ংঃ ধবনির জন্য স্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে।

(ঘ) ইংরেজি বক্র ধ ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন, এলকহল, এসিড। (ঙ) Christ ও Christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টাব্দ হবে।

১২. পূর্ববর্তী নিয়মের (ক) থেকে (ঘ) পর্যস্প বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তা ছাড়াও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধি অনুসরণ করা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নাসিক্য ধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের পূর্বে কেবল ঞ (যেমন, অঞ্চল, অঞ্জলি, বাঞ্ছা), ট-বর্গের পূর্বে কেবল ণ (যেমন, কান্ড, ঘণ্টা) এবং ত-বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন, তন্ত্র, পান্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিসধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল শ (যেমন, নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র), ট-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল ষ (যেমন, কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং ত-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল স (যেমন, অস্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।

১৩. পদাস্পে বিসর্গ থাকবে না। যেমন, ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

১৪. ক্রিয়াপদের বানানে পদাস্পে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন, করব, হল ইত্যাদি। এত, মত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন, করো, কোরো; বলো, বোলো।

১৫. ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু) উ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলো বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন, শুভ, রূপ, হৃদয়।

১৬. যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন, অঙ্ক, সঙ্গে, স্পষ্ট।

১৭. যে সব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে– যেমন, ক্ষ (ক্+ষ), জ্ঞ (জ্+ঞ), হ্ম বাহম (হ্+ম), সেগুলোর রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। তাছাড়া নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ঞ্চ (ঞ্+চ), ঞ্ছ(ঞ্+ছ), ঞ্জ(ঞ্+জ), ট্ট(ট্+ট), ট্র(ট্+র), ত্ত(ত্+ত), থ্থ(ত্+থ), ত্র(ত্+র), ভ্র(ভ্+র), হ্ণ(হ্+ণ), হ্ন(হ্+ন), ষ্ণ(ষ্+ণ) ইত্যাদি যুক্তবর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

১৮. সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন, জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন, ষোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কিছু-না-কিছু, লজ্জা-শরম, সংগত-পাঠ-নির্ধারণ।

১৯. বিশেষণবাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি-বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন, এক জন, কত দূর, সুন্দর ছেলে।

২০. নঞর্থক শব্দ পৃথক ভাবে বসবে। যেমন, ভয়ে নয়, হয় না, আসে নি, হাতে নেই।

২১. হয়রত মুহম্মদ (স)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য নবী ও রসুলের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আ), সাহাবিদের নামের পরে (রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে হবে।

২২. লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবে লেখা হবে।

২৩. বাংলাদেশের টাকার প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্কের বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্য-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন ৳ ব্যবহার করা হবে।

২৪. পূর্ববর্ণিত নিয়মাবলির বহির্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিধানগুলোতে প্রদত্ত প্রথম বানান গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান – প্রধান সম্পাদক, ড. মুহম্মদ এনামুল হক

খ. চলন্তিকা– রাজশেখর বসু

গ. ব্যবহারিক শব্দকোষ– কাজী আবদুল ওদুদ

ঘ. সংসদ বাঙ্গলা অভিধান– সঙ্কলিত, শৈলেন্দ্র বসু।

ঙ. পারসো– এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি: গোলাম মকসুদ হিলালী।

বানান শিক্ষা পদ্ধতি

এবার আমরা বানান শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। বানান শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে পৃথিবীর নানা দেশে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। বানান শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণায় যে সোপান বা স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে তা বহুক্ষেত্রে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য আর্নেস্ট হর্ন কর্তৃক বানান শিক্ষা পদ্ধতির সোপানগুলো এখানে দেওয়া হল। হর্নের নির্ধারিত পন্থার জন্য বানান শিখাবার জন্য স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য শব্দ তালিকা তৈরি করতে হবে।

বানান শিক্ষা পদ্ধতির সোপান

বানান শিক্ষা পদ্ধতির সোপান

- প্রথমে তালিকা থেকে নির্বাচিত শব্দটা উচ্চারণ করা। উচ্চারণ করার সময় শব্দটার প্রতিটি বর্ণ বা অংশ শিশু লক্ষ করবে।
- শব্দটার প্রতিটি বর্ণ শিশু পরপর বলবে ও শুনবে।
- বর্ণগুলো উচ্চারণ করার সময় শব্দটার চেহারা শিশু খেয়াল করবে।
- শব্দটা ঢেকে রেখে অথবা চোখ বন্ধ করে শব্দটার কোন বর্ণের পরে কোন বর্ণ তা সে মনে করবে। মোটের উপর শব্দটাকে সে মানসক্ষেত্রে দেখবে।
- শব্দের উপর থেকে ঢাকনা সরিয়ে বা চোখ খুলে শব্দের চেহারা মিলিয়ে নেবে।
- না দেখে শব্দটা শিশু লিখবে। পরে শুদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখে মিলিয়ে নেবে। শুদ্ধ না হলে ১ নং সোপান হতে ৫ নং পর্যন্ত আবার অনুশীলন করবে। বানান সঠিক না হওয়া অবধি এই নিয়মে শিখবে।

বানান শিক্ষায় শিশুদের আগ্রহী করে তোলার উপায়

বানানে আগ্রহী করে তোলা।

লেখা ও পড়ার জন্য শব্দের বানান জানা অবশ্য প্রয়োজন। বানান শুদ্ধ করে লেখার ক্ষমতা অনুশীলন ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বানানের প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তোলার উপায় শিক্ষকদের জানা দরকার। সেগুলো যথাক্রমে:

১. বানানের প্রতি শিশুদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।
২. বানান ভুল হলে প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক লিখলেও বানানের জন্য নম্বর কাটা যায়। এসব শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে।
৩. চিঠি, আবেদন, ঘোষণা ইত্যাদিতে বানান ভুল খুবই লজ্জার কথা। তাছাড়া আবেদনপত্রে বানান ভুল থাকলে সে আবেদনে ফল পাওয়া যায় না।
৪. বানান ক্ষমতা জীবনের উন্নতিতে সাহায্য করে। ইচ্ছা, চেষ্টা এবং পরিশ্রম করলে বানান ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।
৫. শিশুদের কাছে আনন্দদায়ক শব্দের বানান শিখিয়ে তাদের বানানে আগ্রহী করতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয় শব্দ জেনে নিয়ে সেগুলো শেখাতে হবে।
৬. শব্দের খেলা, শব্দ গঠন প্রতিযোগিতা, শব্দের মিল করা, একই বর্ণে বা ধ্বনিতে শেষ করে আরও শব্দ তৈরি, একই বর্ণ দিয়ে অনেক শব্দ তৈরি ইত্যাদি আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে দিয়ে বানান শিক্ষাদান করা।
৭. বানানে শিশুর অসুবিধা খুঁজে বের করা ও তা দূর করা।

শিশুরা কেন বানান ভুল করে

শিশুদের বানান ভুলের কারণ

সব মানুষই কিছু না কিছু ভুল করে। বানান ভুল করাও খুব স্বাভাবিক। তবুও যে সমস্ত কারণে শিশুরা বানান ভুল করে তা নিম্নরূপ:

১. স্বল্প ধী শক্তি।
২. শারীরিক অক্ষমতা যেমন, বধিরতা, দুর্বল স্বাস্থ্য, ক্লাস্পি, অসুস্থতা।
৩. অপ্রতুল শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন।
৪. পরিবেশের পরিবর্তন।
৫. মানসিক অসুস্থতা।
৬. প্রকৃত আগ্রহের অভাব।
৭. অস্পষ্ট হাতের লেখা।
৮. পঠন ক্ষমতার দুর্বলতা।
৯. ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ।
১০. ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিকূলতা।
১১. শিক্ষকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ও ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ।

এই তালিকার সমস্যাগুলোর সাথে আমরা মোটামুটি পরিচিত। এ সমস্যাগুলো দূর করা অসম্ভব নয়। তবে এ কাজের প্রধান দায়িত্ব বাংলা শিক্ষকের নিতে হবে। শিশুদের সার্বিক উন্নতির পক্ষে বাধা সৃষ্টিকারী এই সমস্যাগুলো যাতে দূর হয় শিক্ষক অবশ্যই তা করবেন। তাঁর আস্পরিক প্রচেষ্টায় লেখা পড়ার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সমস্যামুক্ত হবে। ফলে শিশুরা অক্ষরের জগতে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. বানানের নিয়ম জানা প্রয়োজন–
ক. সবার
খ. শিক্ষকের
গ. শিক্ষার্থীর
ঘ. শিক্ষা প্রশাসকের।

২. কোন বানানটি সঠিক?
ক. পাখি
খ. বাড়ী
গ. হাতী
ঘ. গাভি।

৩. কোন বানানটি ঠিক নয়?
ক. প্রধানত:
খ. নামায
গ. হরিণী
ঘ. গাড়ি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বানান শিক্ষা পদ্ধতির সোপানগুলো লিখুন।

২. বানান শিক্ষায় শিশুদের কিভাবে আগ্রহী করে তোলা যায় তা বর্ণনা করুন।

৩. শিশুরা কেন বানান ভুল করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. ভাষার মৌখিক অনুশীলনের বিশেষ দিকগুলো আলোচনা করে সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

২. আপনার শ্রেণিতে ভাষার মৌখিক অনুশীলনের কী কী অসুবিধা হতে পারে এবং কিভাবে তার প্রতিকার করবেন তা উল্লেখ করে একটা প্রতিবেদন লিখুন।

৩. শিক্ষার্থীদের দিয়ে ভাষা দক্ষতার লৈখিক অনুশীলন কিভাবে আনন্দদায়ক করবেন তা বিবৃত করুন।

৪. মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য শব্দার্থ বুঝবার গুরুত্ব কি আপনি স্বীকার করেন? তা যদি করেন তাহলে এর স্বপক্ষে আপনার বক্তব্য গুছিয়ে প্রকাশ করুন।

৫. বাংলা বানানের নিয়মগুলো লিখুন।

৬. আপনার বানান ক্ষমতা কিভাবে বাড়াবেন? সে সম্পর্কে একটা প্রতিবেদন তৈরি করুন।

৭. শিশুদের দিয়ে ভাষা দক্ষতার লৈখিক অনুশীলন কিভাবে আনন্দদায়ক করবেন, একটি বিষয় অবলম্বন করে তা বিবৃত করুন।

৮. লেখার গুণাগুণ বিচারের তালিকা আপনার মতামত সহ বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. ক ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

১. ক ২. ক ৩. ক